দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

35

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বন্ধের পথে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ কুমিল্লা।– আড়াইশ' শয্যাবিশিষ্ট কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য কোনও বাজেট বরাদ্দ না থাকায় হাসপাতালটি এখন বন্ধ হওয়ার পথে।

হাসপাতালের মেডিসিন (২টি), সার্জারি (২টি), চক্ষু (১টি), নাক–কান–গলা (১টি), গাইনি (১টি) ও আর্থসার্জারি (১টি) নিয়ে মোট আটটি ওয়ার্ড এখন অচল। অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় গত ১৪ জুন থেকে হাসপাতালের সকল অপারেশন ও অপারেশনযোগ্য রোগী ভর্তি কর্তৃপক্ষ নোটিশের মাধ্যমে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

অপরদিকে গত ছ'মাস ধরে ৪৭ জন চিকিৎসক, ২৫০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সেবক–সেবিকা বেতন ভাতাদি না পেয়ে এক অমানবিক পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

বিল পরিশোধ না হওয়ায় পেট্রোল পাম্প জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, ফলে অ্যাম্বুলেন্সসহ সকল যান-বাহন বন্ধ রয়েছে। চার লাখ ৫৬ হাজার ৮২২ টাকা বকেয়ার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কয়েক দফা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ দিয়েছে। এক লাখ ৮৩ হাজার ২৭৩ টাকা বকেয়ার কারণে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডও নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস সরবরাহ গত ১৪ জুন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। পথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ন'লাখ টাকা বকেয়ার জন্য আগামী ১৫ জুলাই থেকে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেবে বলে নোটিশ দিয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ না থাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ–সামগ্রীসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি কেনা সম্ভব হচ্ছে না বলে হাসপাতালটির স্বাভাবিক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে আসছে।

এদিকে এই হাসপাতালটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের একাডেমিক হাসপাতাল হিসাবে শিগগিরই প্রস্তুতি নেয়া উচিত, কারণ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় বর্ষে উন্নীত হতে যাচ্ছে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র–ছাত্রীদের হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলো করতে হয়, অথচ এখনও এ ব্যাপারে কোনও সঠিক পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১১ জানুয়ারী এই হাসপাতালটি উদ্বোধনের পর রাজস্ব খাতের কয়েকজন চিকিৎসক এবং কর্মকর্তাকে এখানে প্রেষণে নিযুক্ত করা হয়। বেতন–ভাতাদি উন্নয়নখাত থেকে দেয়ার জন্য সরকারী নির্দেশ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি কর্মচারীদেরকে উন্নয়ন খাতে নিযুক্ত করা হয়। উদ্বোধনের পর দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও হাসপাতালটি রাজস্বখাতে সম্পৃক্ত হয়নি। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প খাতের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এটি এখন কার্যত পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রকল্পটি আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ককে এ হাসপাতালে নিয়োগ করা হয়নি। বিগত দু'বছর ধরে কোনও সুনির্দিষ্ট বাজেটের বদলে 'থোক বরাদ্দে'র মাধ্যমে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলে আসছে।

গত ডিসেম্বর মাস থেকে পথ্য, এমএসআর সামগ্রী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি, মেরামত ও কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাদির বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনেক তদবির করে একমাত্র আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। জানা যায়, মন্ত্রণালয় সর্বশেষ গত জুনে এই হাসপাতালটিকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করে বাজেট বরাদ্দের আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু চলতি বাজেটেও হাসপাতালটি বরাদ্দ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

উল্লেখ্য, খুলনা'র ২৫০ শয্যা হাসপাতালটি প্রায় একই সময়ে উদ্বোধন করা হলেও বহু আগে থেকেই সেটি রাজস্ব খাতে সম্পৃক্ত হয়েছে, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এই হাসপাতালটি এখনও রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।